দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৪।৪।৮০
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

007

052

দক্ষ জনশক্তি

মানুষের ভাগ্য নির্মাতা মানুষই। মানুষই সব রকমের উন্নতি ও পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি। প্রকৃতির প্রায় সকল শক্তি আজ মানুষের হাতের মুঠোয়, জল-স্থল অন্তরীক্ষে তার অবাধ বিচরণ। সমস্যার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, পথের সব বাধা তুচ্ছ করে সে জীবনকে ক্রমাগত উন্নত, আরাম-আয়েশপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। স্বীকার না করে উপায় নেই যে এসব কিছুর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিদ্যা বিকাশের অবদান। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে এই সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে মানুষের উন্নতিতে মানুষই মূল ভূমিকা পালন করছে। যে হাত লাঙ্গল চালায়, কারখানার চাকা ঘোরায় কিংবা কমপুটারের সুইচ টিপে উন্নতির আসল কৃতিত্ব তারই। এমনকি বিজ্ঞান আর প্রগতি বিদ্যাও উন্নত হচ্ছে মানুষের মাধ্যমেই। দুনিয়ার উন্নত দেশগুলি মানুষকে দক্ষ ও শ্রমনিষ্ঠ কর্মোদ্যোগী করে তুলতে পেরেছে বলেই বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষও পরিশ্রমী। জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে নিরন্তর পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকছে। এদের উন্নয়ন কর্মে উদ্বুদ্ধ ও দক্ষ করে তোলা গেলে তাদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যাবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেকথাই বলেছেন। দেশের বিপুল জনসম্পদকে সংগঠিত ও কার্যকর জনশক্তিতে রূপান্তর করে দেশের কল্যাণ কর্মে তাদের ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রেসিডেন্টের এই আহ্বানে ধ্বনিত হয়েছে আমাদের পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মুক্তিমন্ত্র, প্রদর্শিত হয়েছে জাতির অগ্রগতির সহজ পথটি।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন মূলতঃ দেশের সম্পদ ও জনশক্তির সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের ওপরই নির্ভরশীল। জাতীয় সম্পদ ও জনশক্তিকে যথার্থভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়াতে হবে, ত্বরান্বিত করতে হবে সার্বিক অগ্রগতি। তা হলেই সমাজ দারিদ্র, বেকারত্ব, ক্ষুধা, ব্যাধি, নিরক্ষরতা ও অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। সাড়ে আট কোটি মানুষের সতের কোটি হাতকে উৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত করা গেলে কৃষি ও শিল্পের বিকাশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি ত্বরান্বিত ও মসৃণ হবে। এজন্য জনসাধারণ বিশেষ করে গ্রামের মানুষকে সংঘবদ্ধ, সংগঠিত ও কর্মোদ্যোগী করে তোলা দরকার। বর্তমানে সরকার সেই প্রচেষ্টা জোরেসোরে চালাচ্ছেন; উন্নয়ন বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এটাই।

জনশক্তির সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত জরিপের মাধ্যমে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা, তাদের ঝোঁক এবং কে কোন কাজের উপযোগী তা নির্ণয় করতে হবে সবার আগে। সেই অনুযায়ী দিতে হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। কেবল নিরক্ষরতা মোচন করলেই চলবে না, উৎপাদনের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে প্রতিটি মানুষকে। সরকারের একক প্রচেষ্টায় এই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল, সমাজ কল্যাণ সংগঠন, ছাত্রসমাজ, শহরের শিক্ষিত লোক সবাইকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব ও সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।